দু'টি অনবদ্য নাটক

আশিষ বাবলু

অজবেন মিডিয়া সেন্টারের প্রথম প্রযেক্ট হিসেবে অষ্ট্রেলিয়াতে মঞ্চস্থ হল মামুনুর রশীদের লেখা ফয়েজ জহিরের নির্দেশনায় দু'টি নাটক। প্রথমটি "মানুষ" দ্বিতীয়টি "চে'র সাইকেল"।

ম্যাকোয়ারী ফিল্ডে গত রোববার শীতের সন্ধ্যায় এয়ার কন্ডিশন বিহীন হলে বসে নাটকটি দেখতে দেখতে নিজের দেহের নিম্নগামী উষ্ণতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। বাংলা থিয়েটারের নাট্যকর্মীদের আন্তরিক নাট্যপ্রেম দেখে এই পরবাসে বাহাবা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা।

তমালিকা কর্মকার ও মামুনুর রশীদ

প্রথম নাটকটি ছিল "মানুষ"। অভাব অনটন, অমানবিকতা, স্বেচ্ছাচার, অবিশ্বাস সব মিলে সমাজে আজ টিকে থাকা বড় কঠিন। মানুষ হয়ে যাচ্ছে অনুভুতিহীন। যাদের অনুভুতি আছে, যারা সত্য ভাষণে নির্ভিক তাদের সমাজে আজ মানুষ হিসেবে স্বিকৃতি নেই। তাদের বলা হচ্ছে "পাগল"।

ভাল-মন্দের দ্বান্দিক সম্পর্ক অনেকটা ব্রেখটিয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন পরিচালক ফয়েজ জহির। নাটকটি লিখেছেন মামুনুর রশীদ। নাট্যকারের নিজে অভিনেতা হবার একটা বাড়তি সুবিধা হচ্ছে তার অভিপ্রায় মত সংলাপে আবেগ বদলের সুযোগ থাকে। বারবনিতা সন্ধ্যারানীর পঙ্কিল জগতের ভাষা ও ভঙ্গী সিডনীর দর্শকদের শালিনতাবোধের পক্ষে এক শক্ থেরাপী। প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয় গুন আমাদের সুসভ্য চেতনায় সজোরে ধাক্কা দেয়। চরিত্রগুলো সাধারণ হয়েও সাধারণ নয়। নাটকটির শেষ দৃশ্যে সন্ধ্যারানীর মৃতদেহের উপর লোকটির ফুল ছিড়ে পাপড়ি ছড়ানোর দৃশ্যটি খুবই অথবহ এবং করুণ। আমাদের হৃদয়ে জন্মনেয় এক মানবিক অনুভুতি।

দ্বিতীয় নাটকটি হচ্ছে "চে'র সাইকেল"। চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক আদর্শের নতুন করে উদ্ঘাটন। সত্যিকার বিপ্লবীর কোনো দেশ নেই। আদর্শের মৃত্যু নেই। সংলাপ রয়েছে - সূর্য ডোবে না শুধু মেঘ তাকে ঢেকে রাখে। চে'র জীবনকে অতিক্রম করে তার মানবিক ও বলিষ্ঠ বক্তব্য। আজকের বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষিতে একটি প্রয়োজনীয় স্বপ্ন বলা যায়। চে আজকে বেঁচে থাকলে দুঃখ পেতেন, তার আদর্শ, তার প্রিয় সমাজতন্ত্র আজ পৃথিবী ছাড়া হতে চলেছে। নাটকের সংলাপের মত তিনি হয়তো বলতেন - সব কিছু অপরিচিত লাগছে, শুধু চাঁদটা ছাড়া।

মামুনুর রশীদের নাটকের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বাংলা নাটকের দ্বিধা কিংবা ন্যাকামি তার মধ্যে নেই। সব সময় হয়তো তার সাথে একমত হওয়া যায় না কিন্তু তার জোরটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নাটক লেখার সাথে সাথে তার অভিনয় দক্ষতা এখন সমান তালে বহমান।

এর আগে দ্বৈত ভুমিকায় অভিনয় আমরা দেখেছি তবে এই নাটকে তিনটি চরিত্র রূপ দিয়েছে এগারোটি চরিত্রের। অভিনব, কিন্তু এতটুকু আপত্তিকর মনে হয়নি। পরিচালক ফয়েজ জহির নাটকিয়তার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি বাগে এনে যে সংযত বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন তা অভিনন্দন যোগ্য।

চঞ্চল চৌধুরী, মামুনুর রশীদ

চে কে হত্যার দৃশ্যটি সমস্ত নাটকটির বক্তব্য তুলে ধরেছে। হত্যাকারীর মুখে নাট্যকার বলিয়েছেন - চে কে তিন বার মারলাম তবুও মরেনা শালা। সত্যি চে গুয়েভারার মত বিপ্লবীদের মৃত্যু নেই।

নাটকের শরীরী ভাষা বলে একটা কথা আছে। নাটক দু'টিতেই উল্টাপাল্টা চমক নেই, ফ্রীজ শট নেই, আলোর কেরামতি নেই, কোনো সুত্রধর নেই, মঞ্চসজ্জার বাহারম্বর নেই তবুও দৃষ্টিতে নান্দনিক। যতটুকু মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ সঙ্গীত ছিল তাই নাটকের ছন্দ ও লয় কে ধরে রেখেছে।

নাটক দু'টির সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক এর অনবদ্য সু-অভিনয়। প্রত্যেকটি শিল্পীর আলাদা করে নাম আমি করছিনা তবে তারা প্রত্যেকে আমাদের বাংলা থিয়েটারের এক বড় সম্পদ।

আপনারা য়ারা নাটকটি দেখেননি তাদের অবশ্যই দেখতে বলবো তা'না হলে ভবিষ্যতে অনুশোচনায় মনকষ্ট পাবেন।